

ওয়াসওয়াসা

শয়তানের কুমন্ত্রণা

মূল:

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ 

অনুবাদ:

আশরাফুল আলম সাকিফ

সম্পাদনা:

মানযূরুল কারীম

নিরীক্ষণ:

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সূচি

সম্পাদকের কথা -----	৯
নিরীক্ষকের কথা -----	১২
অনুবাদের কথা -----	১৪
লেখক পরিচিতি -----	১৭
প্রারম্ভিকা -----	২০
আদম-সন্তানের ওপর শয়তানের আক্রমণের কৌশল -----	২১
শয়তানের কুমন্ত্রণা -----	৩৩
পবিত্রতা ও সালাতের নিয়ত -----	৪৮
ওজু ও গোসলে অতিরিক্ত পানির ব্যবহার -----	৫২
ওজু নষ্টের কুমন্ত্রণা উপেক্ষা করা -----	৫৬
নবি ﷺ-এর উদারতা সত্ত্বেও কিছু মানুষের কঠোরতা অবলম্বন -----	৫৯
নবি ﷺ-এর উদারতা সত্ত্বেও কিছু মানুষের কঠোরতা অবলম্বনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত -----	৬১

জুতা পরে সালাত আদায় -----	৬৩
জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় -----	৬৫
উটের আস্তাবলে সালাত আদায় -----	৬৭
সাহাবিদের খালিপায়ে মাসজিদে গমন -----	৬৯
কাপড়ে ময়ি লাগার বিধান -----	৭১
শৌচকাজের পরে পবিত্রতা অর্জনে পাথরের ব্যবহার এবং পুঁজের ব্যাপারে শারীআতের হুকুম -----	৭২
সালাতের সময় শিশুদের বহন -----	৭৫
মুশরিকদের তৈরি পোশাক -----	৭৭
উন্মুক্ত পাত্রের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার -----	৭৮
অল্প রক্ত বের হওয়া অবস্থায় সালাত আদায় -----	৮০
দুধ পান করানো নারীর কাপড় -----	৮০
আহলে কিতাবদের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ -----	৮৪
পৌত্তলিকতা এবং বৈধ বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করার মধ্যে সাদৃশ্যতা -----	৮৫
শব্দ উচ্চারণে শয়তানের কুমন্ত্রণা -----	৮৯
শয়তানের কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির দেওয়া ওজরের জবাব -----	৯২
কোনো অনিশ্চিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তালাকের কসম খাওয়া -----	৯৭
সন্দেহজনক তালাকের ক্ষেত্রে শারঈ আইন -----	৯৯
পবিত্রতা সম্পন্ন হবার ব্যাপারে সংশয় -----	১০১
কাপড়ে নাপাকি লাগার স্থান সম্পর্কে না জানলে কী করণীয়? -----	১০৩
কাপড় পবিত্র না অপবিত্র—তা নির্ণয়ে সংশয়! -----	১০৩
ওজুর পাত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে সংশয় -----	১০৫

কিবলার দিক নির্ণয়ে সংশয় -----	১০৬
অনির্দিষ্টভাবে এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে যাওয়া -----	১০৭
শয়তানের কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির উপস্থাপিত প্রমাণের বাতিলকরণ -----	১০৯
ওজুর ক্ষেত্রে ইবনু উমার  -এর সংশয় ও কুমন্ত্রণা -----	১১১
তাদের প্রত্যুত্তর, যারা বলে—কোনো জিনিসকে কবুল হয়েছে না ধরে সন্দেহ করা ভালো -----	১১৪

শয়তানের কুমন্ত্রণা

শয়তানের কৌশলসমূহের মধ্যে একটি হলো, যখন মুসলিমরা পবিত্রতা (ওজু) ও সালাতের মতো বিভিন্ন আমল পালন করার ইচ্ছা করে, তখন সে এই ব্যাপারে তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে সে তাদেরকে সুন্নাহ'র অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাদের অন্তরে এই ভাবনা জাগ্রত করে যে, সুন্নাহ-প্রদত্ত শিক্ষা আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যথেষ্ট নয়। যার ফলে তারা নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াব বৃদ্ধির আশা করে। বস্তুত এভাবে (নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে) তারা (আমলের) সওয়াবের হ্রাস ঘটায় বা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলে।

নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষকে মন্দ চিন্তা ও অন্তরের লোভ-লালসা পূরণের দিকে আহ্বান করে। তার অনুসারীরাই তাকে মেনে চলে, তার ডাকে সাড়া দেয় এবং তার আদেশ পালন করে। এমন লোকেরা নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহকে পরিত্যাগ করে। তাদের কেউ কেউ মনে করে, যদি সে নবিজি ﷺ-এর মতো ওজু করে এবং তাঁর মতো করে ধোয়, তা হলে হয়তো নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারবে না!

রাসূলুল্লাহ ﷺ দামেস্কি ১ রাতল^{২৩}-এর তিন ভাগের এক ভাগ পানি দিয়ে ওজু করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সোয়া রাতল পানি দিয়ে গোসল করতেন। যে ব্যক্তির

২৩ সিরিয়ান এক রাতল = ৩.২০২ লিটার পানি। তা হলে তিনি ০.৮০ লিটার পানি দিয়ে ওজু করতেন এবং ৪ লিটার পানি দিয়ে গোসল করতেন।

মধ্যে শয়তানের প্রভাব রয়েছে সে মনে করবে, এই পরিমাণ পানি তার হাত ধোয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

সহীহ সূত্রে এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজুর ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতেন। আর প্রতিটি ধাপ ৩ বার সম্পন্ন করতেন, এর বেশি করতেন না। এমনকি তিনি ﷺ এটাও বলেছেন যে,

فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ

“যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি করবে সে খারাপ করল, বা সীমালংঘন করল বা জুলুম করল।”^[২৪]

রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত—শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তি জালিম। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করে কীভাবে আমরা তাঁর নৈকট্য অর্জন করব?

আরও বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ও আয়িশা ؓ একত্রে একটি গামলার পানি দিয়ে ফরজ গোসল করতেন। এরপরেও পাত্রে সামান্য কিছু পানি অবশিষ্ট থাকত। শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত কোনো ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে এই অল্প পানি দিয়ে গোসলের বিবরণ শোনে, তা হলে আপত্তি তুলে বলবে—“এটুকু পানি দুই ব্যক্তির ভালোভাবে গোসল সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত নয়!”

রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বড় পাত্রের পানি দিয়ে শুধুমাত্র আয়িশা ؓ-এর সাথে গোসল করতেন, এমন নয়; বরং তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রী, যেমন—মাইমুনা ؓ ও উম্মু সালামাহ ؓ-এর সাথেও ঐ পরিমাণ পানি দিয়েই গোসল করতেন। ইবনু উমার ؓ বলেছেন, “রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় স্বামীরা ও তাদের স্ত্রীরা একটি পাত্র থেকে ওজু করতেন।

রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনাবলি থেকে বোঝা যায় যে, একটি গামলা থেকে (দুজনের) পবিত্র হওয়াটা অনুমোদিত। যদিও সেটা পানি দিয়ে পরিপূর্ণ না থাকে। যে ব্যক্তি গামলা পূর্ণ না থাকার কারণে তার থেকে পবিত্রতা অর্জন করে না এবং অন্যকে নিজের সাথে পাত্রটি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে দেয় না, বস্তুত সে রাসূলের সুন্নাহকে অবজ্ঞা করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ؒ বলেছেন, “আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত নিয়মের বাইরে

^{২৪} আস সুনান, ইমাম ইবন মাজাহ : ৪২২, আল্লামাহ আলবানি (রাহ.)-এর মতে সনদ হাসান।

গিয়ে নতুন নতুন নিয়ম প্রণয়নকারীদের কঠোরভাবে তিরস্কার করা উচিত। কারণ, তারা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে বাদ দিয়ে নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করে!”

সহীহ সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা কখনোই ওজুর সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করে পানির অপচয় করতেন না। আর পরবর্তী কালে যারা তাঁদের অনুসারী, তাঁদের আমলও অনুরূপ ছিল।

সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রা বলেছেন, “আমি একটি কুঁজার পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতাম, সেটা দিয়েই ওজু করতাম এবং তা থেকে কিছু পানি রেখে দিতাম আমার স্ত্রীর জন্য।”

ইমাম আহমাদ রা বলেছেন, “একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অল্প পরিমাণ পানি ব্যবহার করা উচিত।”

যখন রাসূলুল্লাহ স ওজু করতেন কিংবা সম্পূর্ণ দেহ ধুতেন, তখন তিনি তাঁর হাত পাত্রে মধ্যে দিয়ে পানি তুলতেন, মুখ ধুতেন এবং নাকে পানি দিতেন।^[২৫] শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত ব্যক্তি এতে একমত হবে না। সে এই পানিকে অপবিত্র ভাবে এবং কখনোই পাত্রে পানি তার স্ত্রীর সাথে ভাগাভাগি করতে রাজি হবে না। সে এটা চিন্তা করলেই বিরক্ত বোধ করবে, যেমনটি অবিশ্বাসীরা আল্লাহর নাম উল্লেখ করলে বিরক্ত বোধ করে।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত ব্যক্তির ভাবতে পারে যে, “আমরা তো আমাদের দ্বীন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি”। আসলে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাসূল স-এর সেই সকল হাদীসসমূহ, যেখানে রাসূল স বলেছেন,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

“সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো।”^[২৬] এবং,

مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ.

“যে ব্যক্তি সন্দেহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে

২৫ আরবি استنشق মানে নাকের মধ্যে নেওয়া। আল মু'জামুল ওয়াফী, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পৃ : ৯২, নাকে ঢোকানো বা প্রবাহিত করা। উমদাতুল কারি, ইমাম বদরুদ্দীন আইনি : ২/২৬৩।

২৬ তিরমিযি : ২৫১৮, নাসায়ি : ৫৭১১। আর ইমাম তিরমিযি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।